GRRIPP
Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় সাড়াপ্রদানের জন্য সরকারের জবাবদিহিতা এবং জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

দুর্যোগ নিবারণ

ভারত এবং নেপাল

প্রসঙ্গ

২০২০ সালের মার্চ মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) কর্তৃক কোভিড-১৯কে অতিমারি ঘোষণার পর, ভারত ও নেপাল সরকার দেশব্যাপী লকডাউন আরোপ করে। এই লকডাউন জাতীয় অর্থনীতির পাশাপাশি নারীসহ সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করেছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে, দরিদ্রদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। তারপরও জরুরি ত্রাণ সহায়তা, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং নারীদের জন্য কোভিড-১৯ অতিমারি সংক্রমণ রোধে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় জনগণের মতামতের বা সুপারিশ গ্রহণ না করে সরকারের এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পটভূমি বিশ্লেষণ করা এবং বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন নীতিমালাকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় তা পর্যালোচনা করা। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটি এর সাথে কাজ করে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কাজ করার মাধ্যমে তাদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ছিল প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষ্য।

এছাড়াও, গবেষণাটি কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালীন বন্যা-ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘনঘন দুর্যোগগুলো মোকাবেলায় বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং অতিমারির বিস্তার ঠেকাতে কীভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিগুলি প্রয়োগ করা হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করেছে। সবশেষে, গবেষণাটি কোভিড-১৯ অতিমারি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতাগুলিও নির্ণয় করেছে।

উদ্দেশ্য

১. করোনা আতিমারির দুই বছরে দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারত ও নেপালে, নারীদের উপর কোভিড-১৯ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব পর্যালোচনা ও নথিভুক্ত করা।

২. জেন্ডার, কর্মসংস্থান, সুশাসন এবং ইন্টারসেকশনালিটির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তুতি, ত্রাণ এবং পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা।

৩. স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নীতিনির্ধারক ও অনুশীলনকারীদের জন্য ভবিষ্যতের দুর্যোগ ও কোভিড-১৯ অতিমারির সময় উপযুক্ত জেন্ডার-সংবেদনশীল স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা সনাক্ত এবং সুপারিশ প্রদান করা।

নেপালের মানহারি পৌরসভার জায়মির গ্রামের মানুষদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন। ছবিস্বত্বঃ দুরয়োগ নিভারান (দুর্যোগ নিবারণ)

প্রকল্পের ফলাফলসমূহ

দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের ওপর কোভিড-১৯ অতিমারি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব:

১। জীবিকা

- দক্ষিণ এশিয়ার নারীরা প্রধানত অনানুষ্ঠানিক জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন খাত এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।
- কোভিড-১৯ এর সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
- গৃহকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা (যারা বেশিরভাগই নারী) অতিমারি চলাকালীন তাদের চাকরি হারিয়েছিলন।

২। স্বাস্থ্য

- কাজের ধরন, সঠিক জ্ঞানের অভাব এবং স্বাস্থ্যসেবা বা টিকাদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি না থাকা কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়েছিল।
- অতিমারির কারণে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাগুলিতে নারীদের প্রবেশাধিকার কমে গিয়েছিল।
- আয় হ্রাসের ফলে তাদের স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।
- মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং ঘনিষ্ঠসঙ্গি কর্তৃক সহিংসতা সম্পর্কিত মামলা এবং সহিংসতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৩। নিরাপত্তা ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং ঘনিষ্ঠসঙ্গি কর্তৃক সহিংসতা

- অনেক নারী,যারা আগে থেকেই পারিবারিক নিগৃহের শিকার, তাদের ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল।
- ভবিষ্যৎ জীবিকা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, পারিবারিক সহিংসতা এবং বৈবাহিক ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৪। পরিবারের ভূমিকা এবং দায়িত্বে পরিবর্তন

- নারীদের পারিবারিক কাজের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- পুরুষ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকায় কিছু পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল।

সুপারিশসমূহ

- স্বাভাবিক সময়ে একটি সমাজে জেন্ডারভিত্তিক রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়ক হতে পারে।
- সরকারকে জেন্ডার প্রতিবন্ধীকতামূলক তথ্য উপাত্তসমূহ সংরক্ষণের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।
- সহিংসতা বৃদ্ধি হ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা থাকা উচিত। জরুরি সময়ে পারিবারিক সহিংসতা এবং নির্যাতন খতিয়ে দেখতে স্থানীয় ও জাতীয় পার্যায়ে পুলিশের হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা উচিত।
- গ্রামীণ সমাজে টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে সঙ্কোচ থাকতে পারে, তাই টিকাদান কর্মসূচি যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।
- জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারগুলিকে জরুরি অবস্থার সময় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- সরকারকে জরুরি অবস্থার সময় প্রজনন স্বাস্থ্যেসেবার চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের জন্য সরকারকে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

নেপালের মাকওয়ানপুর জেলার তাথা বালবালিকা সারোকার কেন্দ্রের সারু বি.কে এর সাক্ষাতকার গ্রহণ।
ছবিস্বত্বঃ দুরয়োগ নিভারান (দুর্যোগ নিবারণ)

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় সাড়াপ্রদানের জন্য সরকারি খাতের জবাবদিহিতা এবং জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করা

দুরয়োগ নিভারান (দুর্যোগ নিবারণ)

www.grripp.net

জেন্ডার রেসপন্সিভ রিজিলিয়েন্স অ্যান্ড ইন্টারসেকশনালিটি ইন পলিসি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস (গ্রিপ) একটি ইউকেআরআই কালেক্টিভ ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প যার লক্ষ- 'নেটওয়ার্কিং প্লাস পার্টনারিং ফর রিজিলিয়েন্স'

GRRIPP Gender Responsive Resilience & Intersectionality in Policy & Practice
UK Research and Innovation
GCRF Global Challenges Research Fund